Faruque Hassan
President

MADE IN BANGLADESH WEEK
12-18 November 2022, Dhaka

BGMEA

বিজ্ঞপ্তি নং- বিজিএ/সিএমসি/২০২২/২৮৬

তারিখঃ ১২ ডিসেম্বর, ২০২২

বিষয়ঃ হাইওয়েতে রপ্তানীর মালামাল চুরি/ডাকাতি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় সহকর্মী ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, আমরা বিজিএমইএ এর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে একাধিকবার বৈঠক করেছি। বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (হাইওয়ে)-কে আহ্বায়ক করে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, ট্রাক কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি, ট্রাক কাভার্ডভ্যান ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, ডিবি, সিআইডি, এসবিসহ সকল সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে হাইওয়েতে আমদানী রপ্তানীর মালামাল চুরি/ডাকাতিরোধ কল্পে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সকল পক্ষকে নিয়ে বহুবার সভা করে **"পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন এবং কাভার্ডভ্যান থেকে রপ্তানীর মালামাল চুরি প্রতিরোধের জন্য খসড়া নীতিমালা"** নামে সকল পক্ষের দায়দায়িত্ব ও করনীয় নির্ধারণ করে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে। যাহা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

অতিসম্প্রতি আমার নেতৃত্বে বিজিএমইএ'র একটি প্রতিনিধি দল উক্ত বিষয়ের উপর ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) এবং অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (হাইওয়ে) এর সাথে স্বাক্ষাত করি। স্বাক্ষাতে উক্ত বিষয়ে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শেষে গৃহীত কতিপয় সিদ্ধান্ত আপনাদের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নে উপস্থাপন করছিঃ

১. সকল পক্ষের উপস্থিতিতে বহুবার আলোচনা সভা করে প্রস্তাবিত **"পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন এবং কাভার্ডভ্যান থেকে রপ্তানীর মালামাল চুরি প্রতিরোধের জন্য খসড়া নীতিমালা"** এতদ্বসঙ্গে যুক্ত করা হলো।

২. আগামী **৩ মাসের মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়েতে সিসি ক্যামেরা** স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হবে। যার মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ২৪ ঘন্টা সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর আওতায় আসবে।

৩. এখন থেকে **মাসে একবার করে হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল এর নেতৃত্বে সকল পক্ষের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির পর্যালোচনা সভা** অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে রপ্তানী মালামাল চুরি/ডাকাতি বন্ধের বিষয়ে সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪. এ বিষয়ে বিজিএমইএ থেকে প্রেরিত **বিজ্ঞপ্তি নং-বিজিএ/সিএমসি/২০২২/২৭০,তারিখ- ২৮/১১/২০২২** এর মাধ্যমে প্রেরিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরন করার জন্য সকল সম্মানিত সদস্যগণকে পুনরায় অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

৫. উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য অথবা ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়েতে রপ্তানীর মালামাল চুরি/ডাকাতি সংঘটিত হলে **বিজিএমইএ'র সিনিয়র অতিরিক্ত সচিব (সিএমসি) জনাব মুনসুর খালেদ, মোবাইল নং-০১৭১৩০৬২৭২৮** এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনাদের সকলের পেশাগত সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ফারুক হাসান
সভাপতি, বিজিএমইএ।

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি
বাংলাদেশে তৈরি

BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H-1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh. Tel: +880 9638012345 | E-mail: info@bgmea.com.bd | Web: www.bgmea.com.bd
Regional Office: BGMEA Bhaban (Level- 4 & 5), 669/E, Jhautala Road, South Khulshi, Chattogram. Tel: +880-2333379125-7 (PABX) | Fax: +880-2333379127 | E-mail: info@bgmeactg.org

৫৩।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
ঢাকা।
www.police.gov.bd

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
পুলিশ হবে জনতার

স্মারক নং- ৪৪.০১.০০০০.১১৪.০৬.০০১.২১/ ৬৬৬

তারিখঃ ০৪/১০/২০২১খ্রিঃ

বিষয়:- পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন এবং কাভার্ডভ্যান থেকে রপ্তানী মালামাল চুরি প্রতিরোধের জন্য খসড়া নীতিমালা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে,গত ১২/০৭/২০২১খ্রিঃ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাভার্ডভ্যান থেকে পণ্য চুরি সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'কাভার্ড ভ্যান থেকে মালামাল চুরি বন্ধের জন্য নীতিমালা' প্রণয়নের নিমিত্ত সুপারিশ করা হয়। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ মহোদয়'কে কমিটি গঠন করে খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ 'কাভার্ডভ্যান থেকে মালামাল চুরি বন্ধের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে অতিঃ আইজিপি, (হাইওয়ে) বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকাকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির সদস্যরা একাধিক বার সভার আয়োজন করে। কমিটি দীর্ঘ মেয়াদের একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে আরও ৭ জনকে Co-opt করে।

কমিটি বিভিন্ন সংগঠন থেকে লিখিত মতামত সংগ্রহ করে। বিজিএমইএ থেকে ২৬টি, বিকেএমইএ থেকে ১১টি, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি থেকে ২১টি , বাংলাদেশ কাভার্ডভ্যান-ট্রাক-প্রাইমমুভার পণ্যপরিবহন মালিক এসোসিয়েশন থেকে ১৩টি, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি মালিক সমিতি থেকে ১০টি, আন্তঃ জিলা মালামাল পরিবহন সংস্থা ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি থেকে ১৫টি, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান ড্রাইভার্স ইউনিয়ন থেকে ৮টি, বাংলাদেশ ট্রাকচালক শ্রমিক ফেডারেশন থেকে ৩টি, এসবি ঢাকা থেকে ৬টি, সিআইডি থেকে ১১টি, ডিবি ডিএমপি থেকে ১২টি, শিল্পপুলিশ থেকে-২০টি সহ সর্বমোট=১৫৬টি মতামত সংগ্রহ পূর্বক পর্যালোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে একটি 'খসড়া নীতিমালা ' প্রস্তুত করে।

এমতাবস্থায়, কাভার্ডভ্যান থেকে মালামাল চুরি বন্ধের জন্য 'খসড়া নীতিমালা' অন্যান্য প্রাসংগিক কাগজপত্রসহ পরিপত্র আকারে প্রকাশের লক্ষ্যে এতসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত:

১। খসড়া নীতিমালা (০৩) তিন পাতা।
২। কমিটি গঠন ১ পাতা
৩। বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রাপ্ত লিখিত প্রস্তাব পাতা
সর্বমোট তিন পাতা।

০৪/১০/২১

একেএম মোশাররফ হোসেন মিয়াজী
বিপি-৭১০১০৬৭৯৯৫
এআইজি (ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট)
পক্ষে/ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ,
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৩২০-০০০২১৮
ফ্যাক্স নং-০২-৫৫১০১৬৮২
ই-মেইলঃ aigtraffic@police.gov.bd

বিতরণঃ

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

CamScanner

কাভার্ডভ্যান থেকে মালামাল চুরি প্রতিরোধের জন্য নীতিমালা

CamScanner

পরিপত্র

বিষয়ঃ পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন এবং কাভার্ডভ্যান হতে মালামাল চুরি প্রতিরোধের জন্য নীতিমালা।

রপ্তানিমুখী শিল্পের পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন এবং কাভার্ডভ্যান হতে মালামাল চুরি হওয়ায় এবং ক্ষেত্রেবিশেষে চুরিকৃত পণ্যের স্থলে অন্য পণ্য প্রতিস্থাপন পূর্বক রপ্তানি হওয়ায় বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এ বিষয়ে কোন নীতিমালা না থাকায় পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন এবং কাভার্ডভ্যান হতে মালামাল চুরি প্রতিরোধের জন্য একটি নীতিমালার আবশ্যকতা রয়েছে। এ বিবেচনায় নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলোঃ-

১। শিরোনাম: এ নীতিমালা "পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন এবং কাভার্ডভ্যান হতে মালামাল চুরি প্রতিরোধ নীতিমালা" নামে অভিহিত হবে।

২। সংজ্ঞাঃ

ক) "পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন" অর্থ রপ্তানিমুখী শিল্পের পণ্য পরিবহনকারী বিআরটিএ এর রেজিস্ট্রেশনভুক্ত যে কোন যানবাহন এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

খ) "কাভার্ডভ্যান" অর্থ রপ্তানিমুখী শিল্পের পণ্য পরিবহনকারী বিআরটিএ এর রেজিস্ট্রেশনভুক্ত যে কোন কাভার্ডভ্যান এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

গ) "ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি" অর্থ রপ্তানিমুখী শিল্পের পণ্য পরিবহনকারী কাভার্ডভ্যান/যানবাহনের এজেন্সি;

ঘ) "চালক" অর্থ রপ্তানিমুখী শিল্পের পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন বা কাভার্ডভ্যানের বিআরটিএ এর লাইসেন্স প্রাপ্ত চালক;

ঙ) "ফিডার রোড" অর্থ প্রধান সড়কের সাথে পার্শ্বে মিলিত অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা;

চ) "সিএন্ডএফ এজেন্ট" অর্থ আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্য খালাসের কাজে নিয়োজিত এজেন্ট।

৩। চালক ও চালকের সহকারী নিয়োগ ও পরিচয় সংরক্ষণঃ

ক) যানবাহনের মালিকপক্ষ বা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি চালক এবং চালকের সহকারী নিয়োগ প্রদানের পূর্বে তাদের বৈধ কাগজপত্র (ড্রাইভিং লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্র), বর্তমান ও স্থায়ী যোগাযোগের ঠিকানা যাচাই-বাছাই ও সংরক্ষণপূর্বক নিয়োগপত্র প্রদান করবেন। যানবাহনের মালিকপক্ষ/ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি যানবাহন সরবরাহের সময় পণ্য সরবরাহকারীকে চালক এবং তার সহকারীর পরিচয়ের অনুলিপি সরবরাহ করবেন;

খ) পণ্য লোডের সাথে সাথে কারখানা কর্তৃপক্ষ গাড়ীর নম্বর, ড্রাইভারের নাম ও মোবাইল নম্বর হাইওয়ে পুলিশকে সরবরাহ করবেন। এক্ষেত্রে একটি হটলাইন নম্বর ব্যবহার করা যেতে পারে;

গ) চালক বা চালকের সহকারী পথিমধ্যে পরিবর্তন করা যাবে না। অনিবার্য কারণে চালক বা চালকের সহকারী পরিবর্তন আবশ্যক হলে যানবাহনের মালিককে চালক এরূপ পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং যানবাহনের মালিক যে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তা কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং হাইওয়ে পুলিশকে অবহিত করবেন;

ঘ) পণ্য পরিবহণের সময় ড্রাইভারের মোবাইল নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি রাখতে হবে। ড্রাইভারগণ স্ব-স্ব ইউনিয়নের সদস্য কার্ডের কপি জমা দিবেন। প্রতিটি গাড়িতে ডিজিটাল নম্বর প্লেট সংযুক্ত থাকতে হবে।

৪। চুক্তি স্বাক্ষরঃ

কারখানা মালিকগণ যানবাহনের মালিক/ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির সাথে বাৎসরিক দ্বিপক্ষীয় চুক্তি (এমওইউ) করবেন।

CamScanner

৫। মালিক সমিতি বা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি:

ক) ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি বা পণ্য পরিবহনকারী যানবাহনের মালিকদের অনুমোদিত সমিতির সদস্যপদ থাকতে হবে;

খ) কাভার্ডভ্যান সরবরাহকারী এজেন্সি কোন বৈধ সমিতির সদস্য নয় এমন কোন কাভার্ডভ্যান সরবরাহ করতে পারবেন না। নিজ গাড়ী ব্যতীত অন্য মালিকের গাড়ী সাময়িক ভাড়া নিলে উক্ত ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি ঐ গাড়ীতে সংঘটিত চুরির ঘটনার জন্য দায়ী থাকবেন।

৬। কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং যানবাহনের মালিকপক্ষ/ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির করণীয়:

ক) পণ্য পরিবহণের যানবাহন/কাভার্ডভ্যানে ট্র্যাকিং ডিভাইস (VTS/GPS/ ডিজিটাল কার লক) সংযুক্ত করতে হবে। যানবাহনের মালিকপক্ষ/ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি পণ্য পরিবহনের সময় এই ডিভাইসগুলোর সাহায্যে যানবাহনের গতিবিধি মনিটরিং করবেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ এমওইউ স্বাক্ষরের পূর্বে পণ্যবাহী যানবাহনে ডিভাইস সংযুক্ত আছে কিনা তা নিশ্চিত হবেন। VTS/GPS/ডিজিটাল কার লকবিহীন যানবাহনে রপ্তানিপণ্য পরিবহন করবেন না।

খ) হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে টহলের সময় রপ্তানি পণ্যবাহী যানবাহন ফিডার রোডে লক্ষ্য করলে উক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন এবং মালিকপক্ষকে জানাবেন। অন্যদিকে ট্রাকিং ডিভাইসে মনিটরিং এর মাধ্যমে অনাকাঙ্খিত কিছু পরিলক্ষিত হলে তা হাইওয়ে পুলিশসহ স্থানীয় থানা পুলিশকে অবহিত করবেন। এক্ষেত্রে ৯৯৯ এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। হাইওয়ে পুলিশ কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় থানা পুলিশ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

গ) একই যানবাহন/কাভার্ডভ্যানে একাধিক কারখানার পণ্য যৌথভাবে পরিবহন পরিহার করা যেতে পারে। রপ্তানিযোগ্য পণ্য একটি কনভয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি কনভয়ের সাথে কারখানার একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা যেতে পারে, যিনি কনভয়ের প্রতিটি গাড়ির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবেন। কনভয় চালুর সাথে সাথে তা হাইওয়ে পুলিশকে অবহিত করতে হবে;

ঘ) রপ্তানিপণ্য বহনকারী যানবাহনে বিশেষ স্টিকার সংযুক্ত করতে হবে, যা দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। কারখানা কর্তৃপক্ষ পণ্য লোডিং এর সময় গেট পাস/চালানে চালক ও চালকের সহকারীর বিবরণ ও মোবাইল নম্বর লিপিবদ্ধ করবেন;

ঙ) রপ্তানিযোগ্য পণ্য প্যাকেজিং এ হলোগ্রাম/বারকোড যুক্ত স্কচটেপ/বিশেষ টেপ ব্যবহার করা যেতে পারে। সিএন্ডএফ এজেন্ট উক্ত টেপে বিশেষ কোন সমস্যা লক্ষ্য করলে তা কারখানা কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবেন।

চ) কোন পণ্য চুরি হলে কারখানা কর্তৃপক্ষ/যানবাহনের মালিকপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে তা পুলিশকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

ছ) দুর্ঘটনা ও যান্ত্রিক ত্রুটি ব্যতীত সড়ক-মহাসড়কের উপর পণ্য লোড-আনলোড করা যাবে না।

জ) পণ্য-পরিবহণে নিয়োজিত যানের পিছনের দরজা নাট-বল্টুর পরিবর্তে স্থায়ী ঢালাই করা যেতে পারে। এছাড়া মালামাল লোডিং এর পর কারখানা কর্তৃপক্ষ পণ্যবাহী গাড়ীর ব্যাকডালায় আধুনিক "ইলেক্ট্রনিক সিল ও লক সেবা" সিস্টেম সংযোজন করতে পারেন।

ঝ) যানবাহনের মালিকপক্ষ/ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি সড়ক-মহাসড়কে পণ্য পরিবহণে নিয়োজিত যানবাহনের তালিকা বিজিএমইএ/ বিকেএমইএ ও পুলিশকে সরবরাহ করবেন। উক্ত তালিকার সাহায্যে একটি ডেটাবেইজ তৈরি করে সংরক্ষণ করতে হবে। তালিকা অনুযায়ী রপ্তানিমুখী পণ্য পরিবহনের জন্য যানবাহন সরবরাহ করতে হবে।

ঞ) যানবাহনের মালিকপক্ষ/ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি পণ্য পরিবহণে নিয়োজিত যানবাহনের চালক এবং চালকের সহকারীদের তালিকা তৈরিপূর্বক পুলিশ, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ কে সরবরাহ করবেন। এই তালিকা বহির্ভূত কোন চালক/চালকের সহকারী পণ্য পরিবহণ যানবাহনে দেয়া যাবেনা। চালক এবং চালকের সহকারীর যাবতীয় তথ্য সম্বলিত ডেটাবেইজ তৈরী, সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

CamScanner

৭। বিজিএমইএ/বিকেএমইএ এর দায়িত্বঃ

স্টক লটের ব্যবসায়ীদের তালিকাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য বিজিএমইএ/বিকেএমইএ শিল্প পুলিশের নিকট সরবরাহ করবেন।

৮। সিএন্ডএফ এজেন্টের দায়িত্বঃ

ক) সিএন্ডএফ এজেন্ট/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষরপূর্বক সকল পণ্য বুঝে নিবেন। পণ্য বুঝে নেওয়ার সময় প্রত্যেকটি কার্টুন ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং চালানে উল্লেখিত তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখবেন। একইসাথে গেটপাস/চালানের সাথে চালক এবং চালকের সহকারীর পরিচিতি যাচাই-বাছাই পূর্বক উভয়ের স্বাক্ষর গ্রহণ করে পণ্য বুঝে নিবেন;

খ) পরিবহনকৃত মালামালের দায়িত্ব লোডিং এর পর থেকে আনলোডিং পর্যন্ত যানবাহনের মালিকপক্ষ/ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির উপর বর্তাবে। পণ্যের আনলোডিং পয়েন্টে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি/সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক প্রত্যেকটি কার্টুন আলাদাভাবে স্ক্যানিং/ওজন করে মালামালের পরিমাণ এবং কারখানা হতে প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী মালামাল বুঝে নিতে হবে। পণ্য বুঝে নেয়ার পর ঐ প্রতিনিধি পূর্ণ নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বরসহ প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করবেন। স্বাক্ষর করার পর কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। পরবর্তীতে ক্রেতা কর্তৃক কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে পুলিশ তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নিবে।

৯। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বঃ

ক) মহাসড়কের পাশে চুরিপ্রবণ স্থান, ফিডার রোড ও গোডাউনের উপর পুলিশের নজরদারী বৃদ্ধি করতে হবে;

খ) চোরাইমালের গন্তব্য ও ক্রেতা চিহ্নিতকরণে পুলিশকে সচেষ্ট থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে পুলিশকে সহযোগিতা করবেন;

গ) সমুদ্রবন্দরমুখী সড়ক ও মহাসড়কগুলো সিসি ক্যামেরার আওতায় আনতে হবে।

১০। বিশ্রামাগার ও রেস্টুরেন্টঃ

সমুদ্রবন্দরমুখী মহাসড়কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন/কাভার্ডভ্যানের চালক ও চালকের সহকারীদের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রামাগার ও রেস্টুরেন্ট নির্মাণ/ নির্বাচন করবেন। পর্যাপ্ত বিশ্রামাগার ও রেস্টুরেন্ট নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত যানবাহনের মালিকপক্ষ/ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি/শ্রমিক সংগঠন/ হাইওয়ে পুলিশ সমন্বয় পূর্বক বিশ্রামাগার ও রেস্টুরেন্ট নির্বাচনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১। ফোকাল পয়েন্টঃ

চুরি বন্ধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার পক্ষ থেকে একজন করে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে, যেন যে কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে স্ব-স্ব সংস্থার পক্ষ থেকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করে মালামাল উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

১২। জনস্বার্থে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

CamScanner